ইউনিট-১৪

টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন

অধিবেশন-১ : টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষায় স্ব-শিখনের স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্ণয় এবং অনুশীলনের দক্ষতা উন্নয়ন।

অধিবেশন-২ : টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষকের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের ভূমিকা।

অধিবেশন-৩ : টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-date) রাখার উপায়।

টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষায় স্ব-শিখনের স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্ণয় এবং অনুশীলনের দক্ষতা উন্নয়ন

ভূমিকা

টেক্সটাইল বিষয় একটি কর্মমূখী ও জীবন দক্ষতা (Life skill) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেক্সটাইল শিখন হাতে কলমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া তাই এর মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সাধারণত শিক্ষার্থীদের টেক্সটাইল এর মত বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনের গুরুত্ব অনুধাবন করা ও স্ব-শিখনের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি কারিগরি ও টেক্সটাইল শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ টেক্সটাইল বা কারিগরি শিক্ষা মুখস্থ নির্ভর নয়, এর প্রতিটি তত্ত্ব যেন শিক্ষার্থীর বাস্তব কর্মময় জীবনের ভীত রচিত হয়। এছাড়া টেক্সটাইল সেক্টরের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থী যেন বাস্তবক্ষেত্রে টেক্সটাইলের বিভিন্ন তত্ত্ব বা প্রয়োগের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারে এ সকল বিষয়ের প্রতি টেক্সটাইল শিক্ষকের মনোযোগ থাকবে। বর্তমান অধিবেশনে এ সংক্রান্ত আলোচনা ও কাজ রয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- টেক্সটাইল স্ব-শিখন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- টেক্সটাইল স্ব-শিখনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- টেক্সটাইল স্ব-শিখনের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিখন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, ব্যবহারিক রেসিপি, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

পর্ব-ক: টেক্সটাইল স্ব-শিখন ও তার স্বরূপ

প্রশিক্ষক শুরুতে 'কর্মপত্র-১৪.১.১' সম্বন্ধীয় কাজ শুরু করার কথা প্রশিক্ষাণার্থীদের সামনে ঘোষণা কররেন। তিনি কর্মপত্রটি পড়তে বলবেন এবং দলগতভাবে নিচের উত্তর লিখতে বলবেন।

- টেক্সটাইল স্ব-শিক্ষন বলতে কী বোঝয়? স্ব-শিখনের স্বরূপ আলোচনা করুন।

প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মপত্রটি পড়বেন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবেন। পোস্টার পেপার সরবরাহ করা সম্ভব না হলে দলগতভাবে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কাজের খাতায় উত্তর লিখবেন।
অত:পর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নটি করবেন-

- উপরের শিখন প্রক্রিয়াটি কী স্ব-শিখন? উত্তর হ্যাঁ হলে কেন?

প্রশিক্ষণার্থীরা হাত তুলে প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্বক প্রশিক্ষকের নির্দেশে আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষক সহযোগীতা করবেন।

পর্ব-খ: টেক্সটাইল স্ব-শিখনের ক্ষেত্র বা মাধ্যম চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্ব-শিক্ষণের ধারণামতে প্রশিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক জোড়ায় আলোচনা কৌশল অবলম্বন করে নিচের প্রশ্নের উত্তর তৈরি করবেন।

- টেক্সটাইল স্ব-শিখনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করুন।

প্রশিক্ষণার্থীরা উত্তর তৈরি করে উপস্থাপন করবেন। পরর্তীরে মূলপাঠের সহযোগীতা নিতে পারেন।

পর্ব-গ: টেক্সটাইল শিক্ষণের গুরুত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রশিক্ষক মহোদয় 'কর্মপত্র-১৪.১.২' সর্বরাহ করবেন। এই কর্মপত্রের উল্লেখিত নির্দেশনা মোতাবেক আপনারা উত্তর দলগতভাবে তৈরি করতে হবে। কাজ শেষে দলগত ভাবে উত্তর উপস্থাপন করতে হবে।

পর্ব-ঘ: টেক্সটাইল শিখন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর পদক্ষেপ (টাইডাই করার পদ্ধতি)

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রশিক্ষক মহোদয় টাইডাই তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও রঞ্জিত হওয়ার কাপড় সরবরাহ করবেন এবং টাইডাই করার জন্য 'কর্মপত্র-১৪.১.৩' প্রতি দলে একটি করে ফটোকপি তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কর্মপত্র দেখে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাপড়ে প্রোসিয়ন পদ্ধতিতে টাইডাই প্রয়োগ করবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক সহযোগীতা করবেন।

মূল্যায়ন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গঠনগত দিক নিম্নোক্ত ভাবে মূল্যায়িত হবেন-

১. সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে কাজ সম্পাদন;
২. আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে কিনা তা নিরুপণ;
৩. ব্যবহারিক কাজের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দক্ষতা প্রদর্শন;
৪. বিভিন্ন মানের প্রশ্ন করণের দক্ষতা নিরুপন;
৫. যথাযথ উত্তর প্রদান;
৬. উত্তরের স্ব-পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা ইত্যাদি।

কর্মপত্র-১৪.১.৩ (টাইডাই প্রস্তুত প্রণালী)

প্রস্তুত প্রণালী

১. কাপড় = ৩ গজ;
২. রঙ = ১২ গ্রাম;
৩. লবন = পরিমাণ মত;
৪. সোডা = পরিমাণ মত;
৫. ঠান্ডা পানি = ২ লিটার বা পরিমাণ মত;
৬. সুচ (মোটা) = ১ টি (কাপড়কে বাঁধতে সহায়তা করার জন্য);
৭. সূতা (মোটা) = পরিমাণ মত (কাপড় বাঁধার জন্য);
৮. কাঠ পেন্সিল = ১ টি(ডিজাইন অনুযায়ী দাগ টানার জন্য);
৯. পলিথিন ব্যাগ = আধা গজ;
১০. রঙ এর পাত্র = ১ টি প্লাস্টিকের পাত্র;
১১. সময় = ১ ঘন্টা।

চিত্র: ১৪.১.১ টাইডাইকৃত কাপড়

বাড়ির কাজ প্রদান

প্রশিক্ষণার্থীরা এককভাবে নিম্নের প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে আনবেন-

- কাপড়ে বাটিক প্রিন্ট করার নিয়ম (রেসিপি সহ) বর্ণনা করুন।

পরবর্তী ক্লাসে প্রশিক্ষকে দেখিয়ে নাম্বার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে যা ধারাবাহিক মূল্যায়নের সাথে যোগ হবে।

মূল শিখনীয় বিষয়

টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষায় স্ব-শিখনের স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্ণয় এবং অনুশীলনের দক্ষতা উন্নয়ন

প্রশ্ন: টেক্সটাইল স্ব-শিখন বলতে কী বোঝায়? স্ব-শিখনের স্বরূপ আলোচনা করুন।

- টেক্সটাইল স্ব-শিক্ষনের অর্থ হলো টেক্সটাইল বা বস্ত্র সংক্রান্ত কৌশল নিজে নিজে শেখা। শিক্ষার জন্য এক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার্থী স্ব-উদ্যোগে শিখনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যেভাবে সংগ্রহ করে শিখনের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে তাই হল স্ব-শিখন। স্ব-শিখন শিক্ষার্থী নিজ চেষ্টায় নতুন নতুন জ্ঞান, কলাকৌশল আয়ত্ব করে টেক্সটাইল সেক্টরের অগ্রগতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এতে শিক্ষার্থীর আচরণে নানা পরিবর্তন আসে। যার মধ্যে নতুন বিষয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। একজন শিক্ষার্থী নিজ প্রচেষ্টায় টেক্সটাইল সেক্টরে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। স্ব-শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী আন্তরিক হলেও পারিবার, সমাজ, বিদ্যালয় ও সামগ্রিক পরিবেশ প্রতিকূল ও কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণের কারণে স্ব-শিখনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে শিক্ষার্থী পৌঁছুতে পারে না। এজন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সহযোগিতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা একান্তভাবে অপরিহার্য্য। বিশেষ করে টেক্সটাইল তথা কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্র যেহেতু দক্ষতা নির্ভর এবং নতুন নতুন ডিজাইন ও পন্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্ব-শিখন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন নতুন চিন্তনের ক্ষেত্রকে বিকশিত করতে অভ্যাস গড়ে উঠা অত্যন্ত জরূরী।

প্রশ্ন: 'কর্মপত্র-১৪.১.১' পাঠের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়াটি কি স্ব-শিখন? কেন?

- প্রক্রিয়াটি স্ব-শিখন। কারণ এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতা ছাড়া নিজেরাই পাঠের মাধ্যমে কাজটি বাস্তবে করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্ব-শিখনের ধারণা লাভ করেছে।

স্ব-শিখনের ক্ষেত্র বা মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ

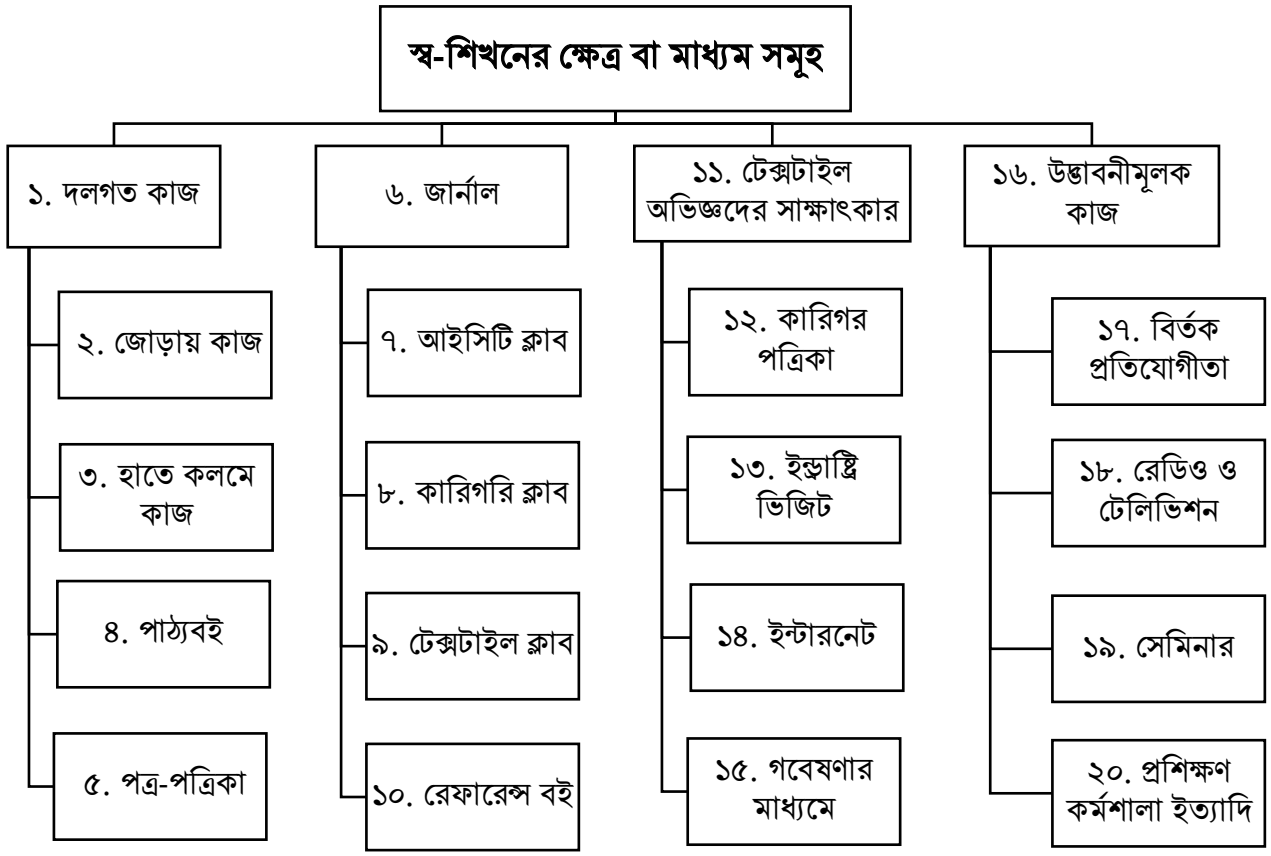

চিত্র: ১৪.১.১ (স্ব-শিক্ষণের মাধ্যম বা ক্ষেত্র)

শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও চূড়ান্ত মানসিক বিকাশে স্ব-শিখনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে উল্লেখযোগ্য স্ব-শিখনের গুরুত্ব সমূহ মাইন্ড ম্যাপিং চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

চিত্র: ১৪.১.২ (স্ব-শিক্ষণের গুরুত্বসমূহ)

টেক্সটাইল শিখন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর পদক্ষেপসমূহ-

টাইডাই কী?

টাই শব্দের অর্থ বাঁধা আর ডাই অর্থ রং। কাপড় বিভিন্ন ভাবে বেঁধে রং করার কৌশলই হলো টাইডাই। কাপড় শক্ত করে বেঁধে রং করার কারণে বেঁধে রাখা জায়গায় রং প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বাঁধন খোলার পর এক ধরনের নতুন নকশা তৈরি হয়। ‘কাপড়ের যে অংশে নকশা করতে হয় শুধু সে জায়গা সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর কাপড়টিকে রঙে ডুবিয়ে রাখা হয়। যে জায়গায় সুতা থাকে সেগুলোতে রং লাগে না। এ ছাড়া অন্য জায়গাগুলোতে রঙের সুন্দর একটি সমন্বয় তৈরি হয়।

টাইডাই রং এর উৎস

এ কাজে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুই ধরণের রং ব্যবহার করা হয়। 'আগে শুধু সাদা কাপড়ের ওপর টাইডাই নকশা করা হতো। এখন রঙিন কাপড়েও করা হয়। তুঁতে, গাঁদাফুল, খয়ের, হরীতকী, শিউলী ফুল, নীল, পেঁয়াজের খোসা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে বিশেষ উপায়ে রং তৈরি করে তা দিয়ে টাইডাই কাজ করা হয়। আবার কৃত্রিম রং দিয়েও করা হয়। কটন কাপড়ের পাশাপাশি সিল্ক, গরদ, তসর, মসলিন, এন্ডি কটনেও টাইডাই করা যায়।

ফ্যাশনে টাইডাই পোশাক

টাইডাই করার জন্য শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ওড়না, স্কার্ট, ফতুয়া, স্কার্ফ, শার্ট, পাঞ্জাবি নকশায় একটা থেকে অন্যটা আলাদা। ফলে আরামদায়ক ও ফ্যাশনেবল পোশাক হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। বিশেষ করে গরমের জন্য কটন টাইডাইয়ের পোশাক বেশ আরামদায়ক। টাইডাই করা কটন শাড়ি গরমে বেশ প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া এন্ড্রি, সিল্ক, তসরের টাইডাই করা শাড়ি পরতে পারেন উৎসবে। সালোয়ার-কামিজ ওড়নাতে টাই-ডাই খুবই জনপ্রিয়। জিন্স, লেগিংস বা জেগিংসের সঙ্গে অনায়াসে পরতে পারেন টাইডাই করা ফতুয়া বা টপস। সঙ্গে থাকতে পারে টাইডাইয়ের স্কার্ফ বা ওড়না। একরঙা টপসের সঙ্গে টাইডাই করা স্কার্ট ও পরতে পারেন।

কাপড়ের পূর্ব প্রস্তুতি

অবাঞ্ছিত দাগ, তেল ও মাড়মুক্ত করার জন্য কাপড় পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে প্রতি সাড়ে তিন লিটার গরম পানিতে এক কাপের তিন-চতুর্থাংশ ডাই ফিচার যেমন- সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) মিশিয়ে কাপড় ৫ থেকে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে।

টাইডাই এর বন্ধন কৌশল

নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী ভাঁজ করে, সেলাই করে বা পেঁচিয়ে মোটা সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে কয়েকবার সুতা পেঁচাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনোভাবেই বাঁধা অংশ দিয়ে কাপড়ের ভেতরে রং প্রবেশ করতে না পারে। কাপড় বাঁধার ক্ষেত্রে সাধারণত বিভিন্ন আকারের বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, ডাইমন্ড, সোজা লাইন, আঁকাবাঁকা লাইন, কার্ভ লাইন প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(কর্মপত্র-১৪.১.৩ টাইডাই প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে)

প্রস্তুত প্রণালী

১. কাপড় = ৩ গজ;
২. রঙ = ১২ গ্রাম বা পরিমাণ মত;
৩. লবন = পরিমাণ মত;
৪. সফেনার = প্রতি লিটার পানির জন্য ২০- ৩০ গ্রাম;
৫. ইউরিয়া = প্রতি লিটার পানিতে আধা কাপ;
৬. ঠান্ডা পানি = ৫ লিটার বা পরিমাণ মত;
৭. সুচ (মোটা) = ১ টি (কাপড়কে বাঁধতে সহায়তা করার জন্য);
৮. সুতা (মোটা) = পরিমাণ মত (কাপড় বাঁধার জন্য);
৯. কাঠ পেন্সিল = ১ টি (ডিজাইন অনুযায়ী দাগ টানার জন্য);
১০. রঙ এর পাত্র = ১ টি প্লাস্টিকের পাত্র;
১১. সময় = ১ ঘন্টা।

টাইডাই পদ্ধতির রং প্রস্তুত প্রণালী

প্রোসিয়ান পদ্ধিতিতে রং করতে অন্যান্য উপকরণ খুব কম লাগে তাই এই পদ্ধিত খুবিই জনপ্রিয়। একটি প্লাষ্টিকের পাত্রে ২ লিটার কুসুম গরম পানিতে এক কাপ ইউরিয়া, এক চা চামচ ওয়াটার সফটনার ভালোভাবে পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে। যা কেমিক্যাল পানি নামে পরিচিত। এই কেমিক্যাল পানির সঙ্গে এবার রং মেশাতে হবে। যদি কেমিক্যাল পানি তৈরি করা সম্ভব না হয়, তাহলে শুধু গরম পানিতে রং মেশাতে হবে। গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙের বানাতে চাইলে প্রতি কাপ পানির সঙ্গে দুই থেকে চার চা চামচ রং আর হালকা রঙের জন্য আধা চামচ থেকে দুই চা চামচ পর্যন্ত রং মেশাতে হবে।

টাইডাই রং করার পদ্ধতি

কাপড় যাতে পুরো ডুবে থাকে সেই পরিমাণ পানি নেবেন। এবার কাপড়টি পাঁচ থেকে ১৫ মিনিট ফুটাতে হবে। ১৫ মিনিট পর রং মেশানো পানিতে লবন দিতে হবে এবং তার ঠিক ১৫ মিনিট পর সোডা মিশিয়ে দিতে হবে। সোরা মিশানো ৩০ মিনিট পর কাপড় উঠিয়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এক কালার রং করা শেষ হলে একইভাবে অন্য রং এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সাধারণত ছোট কাপড় ও একই জায়গায় কয়েকটি রং ব্যবহারের জন্য বোতল বা ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের পরিমাণ বেশি হলে ডুবিয়ে রং করা ভালো। এতে রং অনেক বেশি পাকা হয়। তবে দুই বা ততোধিক রঙে টাইডাই করার ক্ষেত্রে প্রথমে হালকা রং করে ধীরে ধীরে গাঢ় রং ব্যবহার করা ভালো। যেমন প্রথমে সাদা তারপর হলুদ, এভাবে একে একে কমলা, লাল, মেরুন বা কালো রং করা যেতে পারে।

টাইডাই রং করার পরে কাপড় ধোয়া

কাপড় রং করা হয়ে গেলে বেশি পানিতে ধৌত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাপড় থেকে রং বের হবে ততক্ষণ ধৌত করতে হবে। কাপড় ধোয়া শেষ হলে ছায়ায় শুকাতে হবে। ছায়ায় শুকানোর ২৪ ঘণ্টা পর পরিমাণ মত পানিতে সাবান গুলিয়ে ফুটাতে হবে। ফুটন্ত পানিতে ৫ থেকে ৬ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে, এতে রং পাঁকা হয়ে যাবে। এর পরে বাঁধন খুলে ভালো করে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে আয়রন করে নিতে হবে।

টাইডাই করা কাপড় যত্ন নিতে উপায়

- টাইডাই করা কাপড় অন্য কাপড়ের সঙ্গে ধোয়া যাবে না।
- কাপড় ধোয়ার আগে কাপড়ের এক কোনা পরীক্ষা করে নিন রং ওঠে কি না। যদি ওঠে, তবে পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে সামান্য লবণ মিশিয়ে কাপড় পরিষ্কার করুন।
- টাইডাইয়ের চাদর বা কুশন ধোয়ার আগে এর গায়ের লেবেলটি ভালোভাবে পড়ে নিন।
- কাপড় ধোয়ার পরে টাইডাই এর রঙিন কাপড় ভিনেগার মেশানো পানিতে চুবিয়ে হালকা চিপে রোদে দিন। উজ্জ্বলতা ঠিক থাকবে।

কাপড় রং করণ পরীক্ষণে শিক্ষার্থীদের টেক্সটাইল শিখন মনস্কতা

এইভাবে হাতে-কলমে কাজ করলে শিক্ষার্থীরা টেক্সটাইলের নানা পন্য তৈরিতে দক্ষ হয়ে উঠবে। এতে তাদের টেক্সটাইল শিখনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে আমরা টেক্সটাইল সেক্টরে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। শিক্ষা জীবনে শিক্ষার্থীদের কর্ম জীবনের হাতে-খড়ি হয়ে যাবে।

সারসংক্ষেপ:

টেক্সটাইল বিষয় একটি কর্মমূখী ও জীবন দক্ষতা (Life skill) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেক্সটাইল শিখন হাতে কলমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া তাই এর মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সাধারণত শিক্ষার্থীদের টেক্সটাইল এর মত বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনের গুরুত্ব অনুধাবন করা ও স্ব-শিখনের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি কারিগরি ও টেক্সটাইল শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ টেক্সটাইল বা কারিগরি শিক্ষা মুখস্থ নির্ভর নয়, এর প্রতিটি তত্ত্ব যেন শিক্ষার্থীর বাস্তব কর্মময় জীবনের ভীত রচিত হয়। টেক্সটাইল স্ব-শিক্ষনের অর্থ হলো টেক্সটাইল বা বস্ত্র সংক্রান্ত কৌশল নিজে নিজে শেখা। শিক্ষার জন্য এক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার্থী স্ব-উদ্যোগে শিখনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যেভাবে সংগ্রহ করে শিখনের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে তাই হল স্ব-শিখন। স্ব-শিখনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বা মাধ্যম হচ্ছে- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, হাতে-কলমে কাজ, পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, আইসিটি ক্লাব, কারিগরি ক্লাব, টেক্সটাইল ক্লাব, টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার, কারিগরি পত্রিকা, কারখানা বা ইন্ড্রাষ্ট্রি ভিজিট, ইন্টারনেট, উদ্ভাবনীমূলক কাজ, রেডিও ও টেলিভিশন, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি। শিক্ষণ-শিখনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও চূড়ান্ত মানসিক বিকাশে স্ব-শিখনের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখযোগ্য কিছু স্ব-শিখনের গুরুত্ব হচ্ছে- শিখনে পূর্ণতা আসে, শিখন ও আচরণের স্বত:স্ফূর্ততা আসে, শিখন স্থায়ী হয়, প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ে, উদ্ভাবনের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়, বাস্তবমূখী কাজের অনুশীলনের সুযোগ তৈরি হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে, কাজের মাধ্যমে শিখতে পারে, ব্যবস্থাপনার গুণাবলী ও দক্ষতা অর্জিত হয়। অর্জিত দক্ষতা বস্তব জীবনে একজন দক্ষ মানুষ হয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

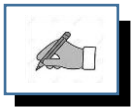

মূল্যায়ন:

১. স্ব-শিখন কী? স্ব-শিখনের স্বরূপ বর্ণনা করুন। ২. টেক্সটাইল স্ব-শিখনের মাধ্যম বা ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করুন? ৩. স্ব-শিক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪. টাইডাই কী? টেক্সটাইল শিখন দক্ষতা উন্নয়নে টাইডাই একটি উদাহরণ মাত্র ব্যাখ্যা করুন। ৫. কাপড়ে রং করণ পরীক্ষণটি বাস্তবে টেক্সটাইল শিখনের সাথে যুক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**টেক্সটাইল বিষয় শিক্ষকের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের ভূমিকা**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2525/Unit-08.pdf (01-09-2020)

টেক্সটাইল বিষয় শিক্ষকের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের ভূমিকা

ভূমিকা

প্রতি হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এর ব্যবহারযোগ্য আরও প্রসারিত হয়ে যেকোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থাকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর জন্য তাকে উপযুক্ত কৌশলসমূহ জানতে হবে ও প্রয়োগ করতে পারতে হবে। প্রতিফলন প্রক্রিয়া অনুশীলন কাজে ব্যবহার করা যায়। আলোচ্য অধিবেশনে প্রতিফলন অনুশীলন এবং শিক্ষণ-শিখনে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন এর সজ্ঞা দিতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিক্ষক প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিক্ষক প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, প্রশ্ন পত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

পর্ব-ক: প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নের বাক্যসমূহের মধ্যে যেগুলোকে প্রতিফলন অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হবে তার জন্য 'সঠিক' স্থানে (√) চিহ্ন দেবেন এবং যেগুলোকে প্রতিফলন অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে মনে হবে তার জন্য সঠিক নয়' ঘরে টিক (√) চিহ্ন দেবেন।

ক্রম.	উক্তি	সঠিক	সঠিক নয়
১.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে অপরকে অবিকল নকল করা বা অনুকরণ করা।		
২.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে মুখস্তকৃত জ্ঞানকে কাজে লাগানো।		
৩.	প্রতিফলন অনুশীলন শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের একটি কৌশল।		
৪.	প্রতিফলন অনুশীলন আত্ম জিজ্ঞাসা থেকে উৎপন্ন হয়।		
৫.	এই অনুশীলন নিজ এবং অপরের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা ও কাজের লাগানোর কৌশল।		
৬.	প্রতিফলন অনুশীলন অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।		
৭.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিখনের একটি কার্যকরী কৌশল।		
৮.	প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ঘটানো যায়।		
৯.	প্রতিফলন অনুশীলন নিজ অভিজ্ঞতা যাচাই ও কাজে লাগানোর কৌশল।		
১০.	প্রতিফলন অনুশীলন কৌশল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা শক্তিশালী করে।		
১১.	প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে সমস্যা সমাধানের শক্তিশালী হাতিয়ার।		

ক্রম.	উক্তি	সঠিক	সঠিক নয়
১২.	প্রতিফলন অনুশীলন সার্থকভাবে ব্যবহার করে কাজ ভালোভাবে করা সম্ভব।		
১৩.	প্রতিফলন অনুশীলন বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে।		
১৪.	প্রতিফলন অনুশীলন সহজ বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য।		
১৫.	প্রতিফলন অনুশীলন এমন পদ্ধতি যা চিন্তা ও কাজের সমন্বয় করে।		
১৬.	প্রতিফলন অনুশীলন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে।		
১৭.	প্রতিফলন অনুশীলন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিশেষ শিক্ষণ দক্ষতার বিকাশ ঘটায়।		
১৮.	প্রতিফলন অনুশীলন পেশাগত উন্নয়নে ব্যক্তির কাজকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে।		
১৯.	প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষণ-শিখনের শৈল্পিক মূল্যায়ন করে।		
২০.	প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান অনুশীলনে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব।		

কর্মপত্র: ১৪.২.১ (প্রতিফলন অনুশীলন)

পর্ব-খ: টেক্সটাইল শিক্ষক প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রতিফলন অনুশীলন কেন প্রয়োজন? চিন্তা করুন এবং দলগত ভাবে প্রতিফলন অনুশীলনের ৪/৫ প্রয়োজনীয়তা লিখতে চেষ্টা করুন।

- টেক্সটাইল শিক্ষকের প্রতিফলন অনুশীনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু রয়েছে?

প্রশিক্ষণার্থীরা উত্তর তৈরি করে উপস্থাপন করবেন। পরর্তীরে মূলপাঠের সহযোগীতা নিতে পারেন।

নিম্নে টেক্সটাইল শিক্ষকের প্রতিফলন অনুশীনের ২টি প্রয়োজনীয়তা দেয়া হলো। আরো ৫টি প্রয়োজনীয়তা সংযুক্ত করুন।

- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দক্ষ হয়ে উঠে;
- এটি পেশাগত উন্নয়নের একটি পথ;
- ----------
- ----------
- ----------

কর্মপত্র: ১৪.২.২ (প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা)

মূল শিখনীয় বিষয়

টেক্সটাইল বিষয় শিক্ষকের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের ভূমিকা

প্রতিফলন অনুশীলন

সাধারণত প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কোন কিছুর ঘটে যাওয়া রূপের পর্যালোচনা করে নতুনভাবে কার্য সম্পন্ন করার ক্রম উদ্যোগকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির আগে সম্পন্ন করা কার্যাবলিকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে তার ত্রটি বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে নতুনভাবে কার্য সম্পন্ন করার ক্রমাগত প্রচেষ্টাকেই প্রতিফলন অনুশীলন Reflective Practice বলে।

ডোনাল্ড শন (Donald Schon) প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice-এর ধারণাটি ১৯৮৭ সালে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কারও দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। ডোনাল্ড শন প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "Reflective Practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline". Schon প্রতিফলন অনুশীলনকে কোন বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষিকের মধ্যকার অনুশীলন কাজের তুলনাকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, প্রতিফলন অনুশীলন বলতে একজন প্রশিক্ষকের সহায়তায় কারো জ্ঞানের প্রয়োগ চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে বুঝায়। Schon এর এ ধারণা প্রসারের পর এর উপর ভিত্তি করে অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদের শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন শুরু করে। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে, এ ধারণা জন ডিউই-এর দর্শনের সাথে সম্মিলিতভাবে প্রতিফলিত অভিজ্ঞতাকে আরো বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন।

Kane et al, ২০০৪ সালে প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য একটি মডেল প্রতিষ্ঠা করেন। এই মডেলটি শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

Kane et al এর প্রতিফলন অনুশীলন মডেল নিম্নরূপ-

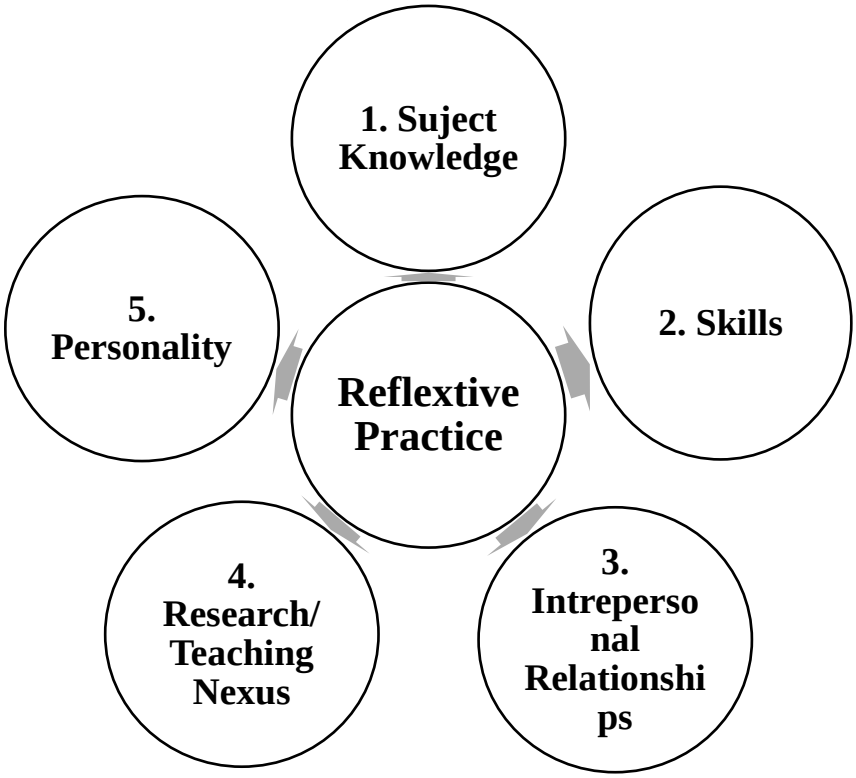

চিত্র: ১৪.২.১ (প্রতিফলন অনুশীলন মডেল)

প্রতিফলন (Reflection)

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ।

"A multi-Sourced, honest and systematic analysis of an educational event". (Mandeval's definition)

প্রতিফলন অনুশীলন

প্রতিফলন অনুশীলন কার্যকর শিক্ষা হিসেবে দীর্ঘসময় ধরে স্বীকৃত একটি কৌশল। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই কৌশল অবলম্বন অতি প্রয়োজনীয়।

- যেসকল কাজ করা হয়ে গেছে সেগুলোকে ফিরে দেখা এবং সেখান থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় অংশ খুঁজে বের করা যাতে ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগানো যায়।
- প্রশিক্ষক হিসেবে যা শেখা হয়েছে তা কী একজন স্বার্থক প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট সহয়ক?
- এই বিষয়টি চিন্তা করতে হলে দেখতে হবে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে?
- শ্রেণীকক্ষে তাদের সাথে কী রকম আচরণ করা হয়েছে?
- Facilitator হিসেবে কাজের সময় সহযোগিতা কতটুকু অর্থপূর্ণ ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

পদার্থবিদ Edward Teller কোন একটি শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপে বলেছেন যে, "You can be a good teacher because you know how to teach. You may be a good teacher because you know your subject. Both are very important but you must love your kids. Excite your students awaken their interests and make them follow it up. Turn them into life long learners."

"তুমি একজন ভালো শিক্ষক হতে পার কারণ তুমি জান কীভাবে শিখাতে হয়। তুমি হয়তো একজন ভালো শিক্ষক কারণ বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান আছে। দু'টাই ভীষণ জরুরী। কিন্তু বিষয়ের উপর অবশ্যই তোমার ভালোবাসা থাকতে হবে এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে। তোমার শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলিত কর, তাদের আগ্রহকে জাগরিত কর এবং তাদেরকে এগুলো ধরে রাখতে সহায়তা কর। সবশেষে তাদেরকে জীবন ব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোল"। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজন কতটুকু। প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধারনের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি এবং এটার ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রসারিত হয়ে যে কোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

একজন টেক্সটাইল শিক্ষকের শিখন রীতি বা স্টাইল

একজন শিক্ষকের প্রতিফলন দেখা যাবে তার শিখন স্টাইল বা শিখন রীতিতে। শিখন ব্যাপারটিই মূলত: শেখার ও বোঝার বিষয়। তাই গভীর অনুসন্ধানের চেয়ে এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোধগম্যতাই বেশি প্রয়োজন। শিখনের জন্য কোন একক ও সঠিক পথ যেমন নেই, তেমনি শিখনের জন্য কোন পদ্ধতিকেই খারাপ বলা যায় না। শিক্ষক যদি নিজে জ্ঞান সমৃদ্ধ হন, তবে যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেই তিনি পাঠদান কার্যক্রমকে সার্থক করে তুলতে পারবেন। যদিও শিখন রীতি বা স্টাইল সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব রয়েছে, তথাপি নিচের ৩টি রীতিকে মৌলিক শিখন রীতি হিসেবে গণ্য করা যায়। যেমন-

১. **দৃশ্যমান শিখন রীতি**
   লিখিত তথ্য (যেমন: নোট, ডায়াগ্রাম ও ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন);
২. **শ্রবনযোগ্য**
   বক্তব্য প্রধান (শিক্ষক বক্তৃতা দেন ও শিক্ষার্থীরা শোনে);
৩. **স্পর্শ গ্রাহ্য**
   স্পর্শ, চলাচল ও স্থান (অনুকরণ, অনুশীলন এবং হাতে-কলমে করবেন)।

একজন টেক্সটাইল শিক্ষকের শিক্ষণ রীতি বা স্টাইল

শিখনের মতো শিক্ষণের জন্যও কোন একক স্টাইল ব্যবহার না করে বিভিন্ন শিক্ষণ রীতি বা টিচিং স্টাইল ব্যবহার করা শ্রেয়। নিচে Tony Grashon এর চারটি টিচিং স্টাইল এর উল্লেখ করা হলো-

- **নিয়মানুগ কর্তৃপক্ষ (Formal Authority):** এ ধরনের শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা কম থাকে। তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী এমনকি শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের প্রতিও উদাসীন থাকে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন না।
- **সাহায়তাকারী (Facilitator):** এ ধরনের শ্রেণীকক্ষে গ্রুপ ওয়ার্ক করানো হয়। শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে পারে।
- **প্রদর্শক (Demonstrator):** এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন শিখনরীতি প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করে।
- **কর্মকর্তাগণ (Delegator):** এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি হয়ে যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে। তবে সব ধরনের শিক্ষণ রীতিতেই (Teaching Style) মেটাফোর (Metaphores) ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে যা দিয়ে কোন বিমূর্ত বিষয় বা জিনিসকে মূর্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের কার্যকারিতা/ প্রয়োজনীয়তা

আমাদের পেশাগত জীবনে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত সফলতা অর্জনের অনেক কর্মপরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয় এবং কার্য সফলতা লাভের পথ সুগম হয়। নিচে এ প্রতিপলন অনুশীলনের কার্যকারিতার কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা হল-

- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দক্ষ হয়ে উঠে।
- এটি পেশাগত উন্নয়নের একটি পথ।
- নিজেকে ক্রমাগতভাবে শোধরানোর একটি পরিকল্পিত পথ হল নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলনকরণ।
- এর মাধ্যমে পেশার সাথে সাথে সেবা করার একটি উন্নত মানসিকতা তৈরী হয়।
- ভালভাবে পেশাগত সেবাদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- ব্যক্তি পর্যায় হতে প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার প্রভাব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে।
- ব্যক্তির কাজ এবং পেশাকে সার্থক ও সফল করে তোলা যায়।
- ব্যক্তিগত মাধ্যমেই নির্ধারিত সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে তোলা যায়।
- ব্যক্তির মাঝে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- নিজেই নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

বাস্তব অবস্থায় প্রেক্ষাপটে বলা যায় প্রতিফলন অনুশীলন ব্যবহারিক দক্ষতা সম্পন্ন একজন টেক্সটাইল শিক্ষকের কর্মজীবনে সার্বিক সফলতা বয়ে আনার অন্যতম একটি সূচক। এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক। সুতরাং আমাদের পেশাগত জীবনের উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন করা আবশ্যক।

সারসংক্ষেপ:

প্রতি হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীর পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এর ব্যবহারযোগ্য আরও প্রসারিত হয়ে যেকোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থাকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত

প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কোন কিছুর ঘটে যাওয়া রূপের পর্যালোচনা করে নতুনভাবে কার্য সম্পন্ন করার ক্রম উদ্যোগকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির আগে সম্পন্ন করা কার্যাবলিকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে নতুনভাবে কার্য সম্পন্ন করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রতিফলন অনুশীলন Reflective Practice। ডোনাল্ড শন (Donald Schon) প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice-এর ধারণাটি ১৯৮৭ সালে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কারও দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। Kane et al এর প্রতিফলন অনুশীলন মডেলটি হচ্ছে- ১. বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান (Subject Knowledge) ২. দক্ষতা (Skills) ৩. আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (Intrepersonal Relationships) ৪. গবেষণা/ শিক্ষাদানের যোগসূত্র (Research/Teaching Nexus) ৫. ব্যক্তিত্ব (Personality) ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন (Reflection) হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। প্রতিফলন অনুশীলন কার্যকর শিক্ষা হিসেবে দীর্ঘসময় ধরে স্বীকৃত একটি কৌশল। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এই কৌশল অবলম্বন অতি প্রয়োজনীয়। যেসকল কাজ করা হয়ে গেছে সেগুলোকে ফিরে দেখা এবং সেখান থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় অংশ খুঁজে বের করা যাতে ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগানো যায়। একজন শিক্ষকের প্রতিফলন দেখা যাবে তার শিখন স্টাইল বা শিখন রীতিতে। শিখন ব্যাপারটিই মূলত: শেখার ও বোঝার বিষয়। তাই গভীর অনুসন্ধানের চেয়ে এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোধগম্যতাই বেশি প্রয়োজন। যেমন- দৃশ্যমান শিখন রীতি এর মধ্যে লিখিত তথ্য (যেমন: নোট, ডায়াগ্রাম ও ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন), শ্রবনযোগ্যতার মধ্যে বক্তব্য প্রধান (শিক্ষক বক্তৃতা দেন ও শিক্ষার্থীরা শোনে), স্পর্শ গ্রাহ্য হচ্ছে স্পর্শ, চলাচল ও স্থান (অনুকরণ, অনুশীলন এবং হাতে-কলমে করবেন) ইত্যাদি। একজন টেক্সটাইল শিক্ষকের শিক্ষণ রীতি বা স্টাইল হচ্ছে- নিয়মানুগ কর্তৃপক্ষ (Formal Authority), সাহায়তাকারী (Facilitator), প্রদর্শক (Demonstrator), কর্মকর্তাগণ (Delegator) ইত্যাদি। আমাদের পেশাগত জীবনে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত সফলতা অর্জনের অনেক কর্মপরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয় এবং কার্য সফলতা লাভের পথ সুগম হয়। প্রতিপলন অনুশীলনের কার্যকারিতার বহুবিদ দিক রয়েছে। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দক্ষ হয়ে উঠে। এটি পেশাগত উন্নয়নের একটি পথ। নিজেকে ক্রমাগতভাবে শোধরানোর একটি পরিকল্পিত পথ হল নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলনকরণ। এর মাধ্যমে পেশার সাথে সাথে সেবা করার একটি উন্নত মানসিকতা তৈরী হয়। ভালভাবে পেশাগত সেবাদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। যা একটি দক্ষতা ভিত্তিক কর্মমূখী শিক্ষার জন্য খুবি গুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন:

১. প্রতিফলন অনুশীলন কী? ২. Kane et al এর প্রতিফলন অনুশীলন মডেল বিশ্লেষণ করুন। ৩. প্রতিফলন অনুশীলন এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন। ৪. শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন অনুশীলনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৫. একজন টেক্সটাইল শিক্ষকের শিখন ও শিক্ষণ রীতি বা স্টাইল কেমন হওয়া উচিত?	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-date) রাখার উপায়**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn1312/Unit-13.pdf (০১-০৯-২০২০)
2. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2316/Unit-13.pdf (০২-০৯-২০২০)

টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-date) রাখার উপায়

ভূমিকা

টেক্সটাইলের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনাদের সকলকে টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে যাতে করে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আপনার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা সবই গ্রহণযোগ্য হয়। পৃথিবীর কোন প্রান্তে টেক্সটাইলের কোন বিষয়ের কোন বিশেষ দিক অবলম্বনে গবেষণা হচ্ছে কখন সেই গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশিত হচ্ছে এ সবই আপনাকে জানতে হবে। সুতরাং টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে আপনাকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা দিতে পারবেন;
- টেক্সটাইলের শিক্ষণ ধারণা অর্জনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন;
- নিজেকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পাঠদান পর্যবেক্ষণের সময় বিবেচ্য দিকগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, প্রশ্ন পত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্র

বাসায় বসে স্ব-শিখনের ক্ষেত্রে আপনি সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ করবেন। মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে টিউটরের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে

প্রশিক্ষক বা টিউটরকে সেশনের পূর্বদিন কেন্দ্রের ল্যাবের যন্ত্রপাতি শ্রেণিকক্ষে নিয়ে এসে ব্যবহারিক কাজ পরিচালনা করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

পর্ব-ক: টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা

প্রশিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের সকলকে ‘আধুনিক শিক্ষণ ধারণা’ (Modern teaching concepts) বলতে কী বোঝায় তা খাতায় লিখতে বলবেন। এরপর সম্পলিং কৌশলের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লিখিত উত্তর বলতে বলবেন। উত্তরে অসম্পূর্ণতা থাকলে প্রশিক্ষক সযোগিতা করবেন।

পর্ব-খ: টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার জন্য আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জনের উপায়গুলো চিহ্নিত করণ।

প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে দিবেন। এরপর 'আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জন' এর বিভিন্ন উপায়ের নাম তাদের লিখতে বলবেন। প্রশিক্ষণার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে উত্তর তৈরি করবেন। প্রশিক্ষক বলবেন যে জুঁটি বেশি সংখ্যাক উপায়ের নাম লিখতে পারবেন তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায় করতে হবে। যে কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই, তাই সকলের সম্ভাব্য উত্তর গ্রহণ করা যেতে পারে।

পর্ব-গ: টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার করণীয় নির্ধারণ

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রশিক্ষক মহোদয় 'কর্মপত্র-১৪.৩.১' সর্বরাহ করবেন। এই কর্মপত্রের উল্লেখিত নির্দেশনা মোতাবেক আপনারা উত্তর দলগতভাবে তৈরি করতে হবে।

	প্রশ্নমালা
কর্মপত্র-১৪.৩.১	১. প্রশিক্ষণ কীভাবে শিক্ষককে আধুনিক করে? ২. নিজেকে আধুনিক রাখার উদ্দেশ্যে কীভাবে মিডিয়া সহায়তা নিতে পারেন? ৩. দক্ষ ও অভিজ্ঞ টেক্সটাইল শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের সময় আপনি কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনবেন? ৪. নিজেকে আধুনিক রাখতে অন্য আর কী করণীয় রয়েছে তা উল্লেখ করুন?

দলগত কাজ শেষে বিভিন্ন দল তাদের দলীয় কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবেন এবং যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তা দূর করার জন্য প্রশিক্ষক সহায়ক আলোচনা করবেন।

পর্ব-ঘ: একজন আধুনিক শিক্ষক হিসেবে যুগোপযোগী রাখার বিবেচ্য দিকগুলো

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রশিক্ষক মহোদয় পূর্বে গঠিত দলগুলো আলোচনার মাধ্যমে নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখবেন।

প্রশ্ন- টেক্সটাইলের একজন আধুনিক শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যূগোপযোগী রাখার বিবেচ্য দিকগুলো উল্লেখ করুন।

লেখা শেষে প্রতি দলের একজন করে উপস্থাপন করবেন এবং প্রশিক্ষক সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবেন।

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণার্থীরা অধিবেশন চলাকালীন সময়ে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়িত হবেন-

- অধিবেশন থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী শিখতে পেরেছেন?
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে কিনা?
- প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর প্রদানের মান কেমন?
- প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মতৎপরতা কেমন ছিল?

নির্দেশিত কাজ প্রদান

সময়: ০৫ মিনিট

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের 'নির্দেশিত কাজ-১৪.৩.২' দেবেন।

[বি.দ্র: নির্দেশিত কাজটি অধিবেশনের শেষে দেখুন।]

মূল শিখনীয় বিষয়

টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায়

শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষককে সহায়তার জন্য সর্বাধুনিক শিক্ষণ-শিখন (Teaching Learning) পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হচ্ছে নবতর শিক্ষণ ধারণা। যেমন- আসবেল, অসবোর্ণ এবং উইট্রক ও ভাইগোটস্কীয় শিক্ষণ ধারণাসমূহ সর্বাধুনিক। আবার সতীর্থ ও সহযোগীতামূলক শিক্ষণের ভিবিন্ন পদ্ধতি যেমন- পোস্ট বক্স, ভবিতব্য-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ, মাথা খাটানো, দৃশ্যকল্প, ধারণা মানচিত্র ইত্যাদি নবতর শিক্ষণ ধারণার উদাহরণ।

টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার জন্য আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জনের উপায় সমূহ চিহ্নিত করণ

নিম্নে চিহ্নিত করণের উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো-

- প্রশিক্ষণ, শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, পাঠদানের ভিডিও দেখা, স্কাই চ্যানেল, জার্নাল, বুলেটিন, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা, টেক্সটাইল আর্টিকেল, টেক্সটাইল ম্যাগাজিন, কারিগর পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, টেক্সটাইল মেলা, বস্ত্র মেলা, টেক্সটাইল মেশিনারিজ বানিজ্য মেলা, টেক্সটাইল লাইব্রেরি ওয়ার্ক, ইন্টারনের, টেক্সটাইল বিষয়ক ইউটিউব ভিডিও, টেক্সটাইল ক্লাব, আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, টেক্সটাইল বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ, আধুনিক টেক্সটাইল সেমিনার, আধুনিক গবেষণা কর্ম ইত্যাদি।

নিজেকে যুগোপযোগী বা আধুনিক রাখার করণীয় নির্ধারণ

প্রশিক্ষক যেভাবে শিক্ষককে যুগোপযোগী করে-

- ঘন ঘন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ও ধারণার সাথে পরিচয় হয়। বিভিন্ন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক মতামত বিনিময় করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হয় এবং নিজেকেও শ্রেণি পাঠদান করতে হয়। ফলে বাস্তব প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

শিক্ষককে যুগোপযোগী রাখতে মিডিয়া হতে প্রাপ্ত সহায়তা সমূহ-

- বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি মাধ্যমে শিক্ষককে অতি-সাম্প্রতিক সময়ে টেক্সটাইলের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্যবলী দ্রুত ও খুব সহজে পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এই জন্য শিক্ষককে অবশ্যই খোজ খবর রাখতে হবে এবং নিয়মিত স্টাডি করতে হবে। এছাড়া একজন আধুনিক টেক্সটাইল শিক্ষক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, রেডিও, টেলিভিশনের খবরা-খবর নিয়মিত পড়বেন ও শুনবেন। টেলিভিশনের বিটিভিসহ বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে শিক্ষামূলক পাঠ দেখার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের টেক্সটাইলের নতুন নতুন অত্যধুনিক মেশিনারিজ ও প্রযুক্তিগত খবরা-খবর রাখবেন। টেক্সটাইল শিক্ষক যেহেতু প্রকৌশল বিদ্যার সাথে সরাসরি জড়িত তাই তিনি নিজেই হবেন একজন গবেষক। মিডিয়া ও নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক নিজেকে সবসময় যুগোযোগী রাখতে সচেষ্ট থাকবেন।

দক্ষ ও অভিজ্ঞ টেক্সটাইল শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের সময় বিবেচনায় আনতে হবে যে দিকগুলো-

- শিক্ষকের প্রশ্ন করার কৌশল কেমন?
- তিনি কী কী নতুন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেন?
- বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ কীবাভে বর্ণনা করেন?

- শ্রেণি কক্ষের আসন বিন্যাস কেমন?
- কিভাবে দল গঠন, দলগত কাজ প্রদান এবং দলগত কাজ কীভাবে আদায় করেন?
- কী কী উদাহরণ ব্যবহার করেন এবং কীভাবে তা উপস্থাপন করেন?
- পাঠ ব্যাখ্যার কৌশল কেমন?
- মূল্যায়নের ধরণ কেমন?
- পাঠের চলাকালীন কীভাবে প্রশ্নের উত্তর আদায় করেন?
- শিক্ষার্থীদের কীভাবে প্রেষণা দানের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেন?
- শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটান?

নিজেকে যুগোপযোগী বা আধুনিক রাখার অন্যান্য করণীয় নির্ধারক সমূহ-

নিজেকে আধুনিক রাখতে অন্যান্য করণীয় হচ্ছে-

- নিয়মিত টেক্সটাইল বিষয়ক সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, দৈনিক পত্রিকার টেক্সটাইল ও প্রযুক্তি কলাম ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে;
- নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও আবিষ্কার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবেন;
- টেক্সটাইল ক্লাব, টেক্সটাইল সমিতি ইত্যাদির সদস্য হবেন এবং গবেষণা কাজ করতে চেষ্টা করবেন;
- লাইব্রেরিতে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করবেন;
- নিয়মিত ডায়রী ব্যবহার করবেন, ভাল-মন্দ নোট করবেন, পর্যালোচনা করবেন এবং শ্রেণিতে প্রয়োগ করবেন;
- নিজস্ব দুর্বল দিকগুলো আন্তরিক ভাবে শনাক্ত করার চেষ্টা করবেন এবং সেগুলো সংশোধনে উদ্যোগী হবেন।

একজন আধুনিক শিক্ষক হিসেবে যুগোপযোগী রাখার বিবেচ্য দিকগুলো-

- শিক্ষকতা একটি চির উন্নয়নশীল পেশা সব সময় নিজেকে Up-to-date রাখতে হয়;
- আধুনিক শিক্ষণ ধারণা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি কররে;
- শ্রেণি পাঠদানের মান উন্নয়ন ঘটাবে;
- নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে;
- উৎসাহ বাড়বে;
- শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধ পাবে;
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে বেশি বেশি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে;
- ভাল শিখন অভ্যাস তৈরি হবে;
- নিজস্ব টেক্সটাইল ও প্রযুক্তি ভাবনার উন্নয়ন ঘটবে;
- প্রযুক্তির চর্চা বা শিক্ষণ-শেখানোর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জিত হবে;
- ফলে টেক্সটাইল শিখনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

নির্দেশিত কাজ-১৪.৩.২

দেয়াল পত্রিকা তৈরি চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী বা আধুনিক রাখা

লক্ষ: নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায় হিসেবে নিয়মিত টেক্সটাইল বিষয়ক দেয়াল পত্রিকা তৈরির অভ্যাস গড়ে তোলা।

সংগঠন ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষক প্রতি দলে ৫/৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করে দিবেন। প্রতি দলে একজন দলনেতা থাকবেন। প্রশিক্ষণার্থীরা দলনেতার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কাজ ঠিক করে নিবেন। কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে দেয়াল পত্রিকা প্রশিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

কাজের ধারা

- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে দলনেতার সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে টেক্সটাইলের একটি বিষয় নির্বাচন করবেন। যেমন- সর্বশেষ কোন আবিষ্কারের কাহিনী, গবেষণা, টেক্সটাইলে আন্তর্জাতিক পুরস্কার, কোন টেক্সটাইল মেলার খবর, বস্ত্র বানিজ্য মেলার খরব, কোন টেক্সটাইল আবিষ্কারকের জীবনী, দেশ ও বিদেশের সমসাময়িক টেক্সটাইল ভাবনা, দৈনন্দিন জীবনে টেক্সটাইলের অবদান ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্বাচন করা যেতে পারে।
- বিষয়টি সম্পর্কে কাঙ্খিত তথ্য জানার জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করবেন। এইক্ষেত্রে আমরা ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ওয়েভ সাইট তথা উপরের লিংকগুলো ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া আগে উল্লেখিক যেকোন এক বা একাধিক মাধ্যমের সহযোগিতা নিতে পারেন।
- দলের সকল সদস্য হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ একত্রিত করে দলনেতার নেতৃত্বে দলগতভাবে বড় পোস্টার পেপারে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করবেন।
- প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যে যে উৎস থেকে পেয়েছেন তা পত্রিকায় উল্লেখ করতে হবে।
- কাজ শেষে দেয়াল পত্রিকার নিচে দলের সকল সদস্যের নাম ও আইডি লিখে প্রশিক্ষকের কাছে জমা দিবেন।

বিশেষ তথ্য: অতি সম্প্রতি কালে ‘দেয়াল পত্রিকা’ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ:

টেক্সটাইলের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনাদের সকলকে টেক্সটাইলের আধুনিক শিক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে যাতে করে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আপনার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা সবই গ্রহণযোগ্য হয়। শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষককে সহায়তার জন্য সর্বাধুনিক শিক্ষণ-শিখন (Teaching Learning) পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হচ্ছে নবতর শিক্ষণ ধারণা। যেমন- আসবেল, অসবোর্ণ এবং উইট্রক ও ভাইগোটস্কীয় শিক্ষণ ধারণাসমূহ সর্বাধুনিক। টেক্সটাইল শিক্ষক হিসেবে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার জন্য আধুনিক শিক্ষণ ধারণা অর্জনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, পাঠদানের ভিডিও দেখা, স্কাই চ্যানেল, জার্নাল, বুলেটিন, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা, টেক্সটাইল আর্টিকেল, টেক্সটাইল ম্যাগাজিন, কারিগর পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, টেক্সটাইল মেলা, বস্ত্র মেলা, টেক্সটাইল মেশিনারিজ বানিজ্য মেলা, টেক্সটাইল লাইব্রেরি ওয়ার্ক, ইন্টারনের, টেক্সটাইল বিষয়ক ইউটিউব ভিডিও, টেক্সটাইল ক্লাব, আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, টেক্সটাইল বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ, আধুনিক টেক্সটাইল সেমিনার, আধুনিক গবেষণা কর্ম ইত্যাদিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রশিক্ষক যেভাবে শিক্ষককে যুগোপযোগী করে। কেননা ঘন ঘন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ও ধারণার সাথে পরিচয় হয়। বিভিন্ন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক মতামত বিনিময় করা সম্ভব হয়। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি মাধ্যমে শিক্ষককে অতি-সাম্প্রতিক সময়ে টেক্সটাইলের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্যবলী দ্রুত ও খুব সহজে পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এই জন্য শিক্ষককে অবশ্যই খোজ খবর রাখতে হবে এবং নিয়মিত স্টাডি করতে হবে এবং নিজেকে আধুনিক রাখতে অন্যান্য করণীয় হচ্ছে- নিয়মিত টেক্সটাইল বিষয়ক সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, দৈনিক পত্রিকার টেক্সটাইল ও প্রযুক্তি কলাম ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও আবিষ্কার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহ রাখতে হবে। এতে করে শিক্ষকতা একটি চির উন্নয়নশীল পেশা সব সময় নিজেকে Up-to-date রাখতে সক্ষম হবেন, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি কররে, শ্রেণি পাঠদানের মান উন্নয়ন ঘটাবে, নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে, উৎসাহ বাড়বে, শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। যা আগামীর প্রজন্ম বিনির্মাণে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

মূল্যায়ন:

১. প্রশিক্ষকে যুগোপযোগী রাখতে মিডিয়া কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ২. নিজেকে যুগোপযোগী বা আধুনিক রাখার অন্যান্য করণীয় নির্ধারণ করুন। ৩. একজন আধুনিক শিক্ষক হিসেবে যুগোপযোগী রাখার বিবেচ্য দিকগুলো কী হতে পারে? ৪. অভিজ্ঞ টেক্সটাইল শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের সময় কোন দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে?	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল বিষয়াবলী সম্পর্কে জানতে নিম্নের সাইট গুলোতে ভিজিট করুন-

- http://textilefocus.com/
- https://www.textilestudent.com/
- http://www.textilestudycenter.com/
- http://www.textiletoday.com.bd/
- http://www.textile-ebooksbooks.com/
- http://www.fiber2fashion.com/
- http://www.textileinstitute.org/
- https://www.textileexcellence.com/
  https://en.wikipedia.org/wiki/Textile_industry_in_Bangladesh/
- http://www.textile-platform.eu/
- https://www.textileworld.com/
- https://www.onlineclothingstudy.com/
- https://www.textileschool.com/
- https://www.innovationintextiles.com/
- https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46240/46240-001-tacr-en_1.pdf/
  https://www.britannica.com/topic/textile/Dyeing-and-printing/
- https://jobs.bdjobs.com/
- https://www.wtin.com/
- http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/texmed_study_innovation_and_technology.pdf
- https://sites.google.com/site/textileandfashiontechnology/matrix ect.

তথ্য সূত্র:

1. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2525/Unit-08.pdf